প্রথম আলো

তারিখ 24 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরাও বিনা মূল্যের বই পাচ্ছে

২০১৪ সালে মোট বই ৩০ কোটি

বিশেষ প্রতিনিধি ●

দেশের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুরা আগামী বছর থেকে বিনা মূল্যে বই পাবে। প্রথমবারের মতো ২০১৪ সালে তাঁদের বই দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আগামী বছর প্রায় ৩০ কোটি বই দেওয়া হবে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণী এবং সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের।

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় আগামী বছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বছরের শেষ ভাগে রাজনৈতিক উত্তাপ ও সহিসংতা বাড়ার আশঙ্কা থাকলেও বই ছাপা ও বিতরণে তা প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষামন্ত্রী *প্রথম আলোকে* বলেন, গত বছর প্রায় ২৭ কোটি বই ছাপা হয়েছিল। শিক্ষার্থী ছিল তিন কোটি ৬৮ লাখ। এবার বইয়ের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি বাড়ছে, শিক্ষার্থী বেড়ে দাঁড়াবে তিন কোটি ৭০ লাখ।

১৭ বছর পর এ বছরই প্রথম নতুন শিক্ষাক্রম চালু করেছে এনসিটিবি। মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানটি। গত বৃহস্পতিবার মতিঝিলে এনসিটিবি কার্যালয়ে এ-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী।

জানতে চাইলে নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এত দিন আমরা তথা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারাই শিক্ষার্থীদের বই ঠিক করে দিয়ে আসছি। এখানে তাদের মতামত খুব একটা থাকছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করছে পাঠ্যবইয়ে কী ধরনের লেখা থাকবে, কোন লেখা শিক্ষার্থী পছন্দ করে সেসব বিষয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের মতামত নেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীরা কেমন বই চায়—এ বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠনগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান গত জুনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষার নীতিনির্ধারকদের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা খোলামেলাভাবে পাঠ্যপুস্তক ও পঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করে। এর আলোকে গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষার্থীরা কেমন বই চায় তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এটি কোনো কাঠামোগত গবেষণা ছিল না, উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে এই চূড়ান্ত বসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। খুব শিগগির এটি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এনসিটিবি দেশের ৬০টি স্কুলের ৯০০ শিক্ষক, এক হাজার ৬৮০ জন শিক্ষার্থী ও ২৪০ জন অভিভাবকের কাছ থেকে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করবে। এ লক্ষ্যে সাতজন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে সাত বিভাগের জন্য সাতটি দল গঠন করা হয়েছে। তারা প্রতিটি স্কুলে অন্তত দুই দিন করে অবস্থান করে তথ্য গ্রহণ করবে। তারা শ্রেণী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং প্রধান শিক্ষক ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। পরে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ৭৯টি পাঠ্যপুস্তক উপকমিটি গঠন করা হবে। প্রতিটি কমিটি একটি শ্রেণীর একটি বইয়ের ওপর কাজ করবে।

এসব কাজে নেতৃত্ব দেবেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হিফিকুর রহমান। জানতে চাইলে হিফিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এগুলো হচ্ছে : মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, গণমাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে মূল কমিটি বইয়ের ভুল-ত্রুটি দূর করবে, এর পাশাপাশি বইগুলো হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীবান্ধব।